দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়ের অভাব

বিভিন্ন ভার্সিটিতে বছরে দুই হাজার আসন খালি থাকছে

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ ভর্তি প্রক্রিয়ায় সমন্বয়হীনতার জন্য প্রতি বছর দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দুই সহস্রাধিক আসন খালি থাকছে। ফলে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এসব আসনে ভর্তি হতে পারছে না শিক্ষার্থীরা।

অথচ আসন সংখ্যা সীমিত থাকার জন্য প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারে না। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের। সূত্র মতে দেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজগুলো, বিআইটি ইত্যাদি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সবমিলিয়ে ১৬ হাজার আসন রয়েছে। এইচ এস সি পরীক্ষার ফল প্রকাশের কিছুদিন পরই এখানে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় কিন্তু এই ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কোন সমন্বয় নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেয়ার নামগন্ধও নেই। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হয়ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় মাস পর ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দিল। মেডিক্যাল কলেজ বুয়েট সবসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেয়। এ অবস্থায় দেখা যায় যে, যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তি হয় পরে মেডিক্যাল কিংবা বুয়েটে সুযোগ পেলে তারা চলে যায়। তখন ঐ আসনগুলো খালি থেকে যায়। অপেক্ষমাণ তালিকায় যারা থাকে তাদের জন্য কয়েক দিন মাত্র সময় থাকে। এসময়ের মধ্যে ভর্তি না হলে পরবর্তীকালে আর ভর্তি হওয়া যায় না। ভর্তির ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে ভর্তি পরীক্ষা হয় সেখানে মনোনীত সকল ছাত্রছাত্রী পছন্দসই বিষয়ে চান্স না পেলেও ভর্তি হয়ে থাকে যদি অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পায় সেই দুর্ভাবনায়। পরে তারা অন্য কোন ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাল বিষয়ে ভর্তির সুযোগ পেলে ভর্তিকৃত আসনটি ছেড়ে চলে যায়। ফলে তার আসনটি সেই শিক্ষাবর্ষের জন্য শূন্য থেকে যায়। কারণ ভর্তির জন্য নির্দিষ্ট তারিখ দেয়ার পর পুনরায় আর ভর্তি করা হয় না। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও ভর্তির জটিলতার জন্য অনেক আসন খালি থাকে। তাছাড়া আন্তঃবিভাগ বদলিতে আসন শূন্য হয়ে যায়। এক হিসাবে দেখা গেছে, শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত শিক্ষা বছরে প্রায় চারশ' আসন খালি রয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতবার প্রথম বর্ষ সম্মানে সাড়ে তিন হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। এভাবে আসন শূন্য থাকার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহম্মদ শামসুল হক বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এস সমস্যা রয়েছে। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বাধীন বলে একত্রে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া যায় না। তিনি বলেন, খুব তাড়াতাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা নিলে আসন কম খালি থাকবে। তিনি বিষয় পরিবর্তনেও খুব স্বল্প সময় দেয়া উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। বর্তমান অবস্থায় মঞ্জুরী কমিশনের এ ব্যাপারে কিছু করার নেই বলে তিনি জানান।